প্রথম আলো

তারিখ ...... 3 .MAY.. 2(
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

গাইবান্ধায় প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে নজর দিক

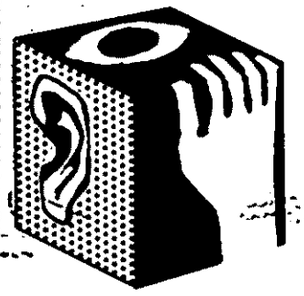

গাইবান্ধায় প্রাথমিক শিক্ষার মান ক্রমশই কমে যাচ্ছে। অভিভাবকরা সরকারি স্কুলের ওপর নির্ভর করতে না পেরে তাদের সন্তানদের ভর্তি করছেন কিন্ডারগার্টেনে। এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে আমাদের উত্তরাঞ্চলের পাঠকদের জন্য নিয়মিত আয়োজন আলোকিত উত্তরে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বড় বড় শহরের গুটিকয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া সরকারি স্কুলে ভালো পড়াশোনা হয় না। গাইবান্ধাও তার ব্যতিক্রম নয়। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যা-ই বলুন না কেন, শ্রেণীকক্ষে স্বাভাবিক পাঠদান যে অনেক কারণেই ব্যাহত হয়, তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। এ জন্য শিক্ষকরাই যে সর্বোতভাবে দায়ী, তা নয়। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকস্বল্পতা, প্রশাসনিক পদে কম জনবলও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কমে যাওয়ার কারণ। কিন্তু যারা আছেন, তারাও পাঠদানকে যদি গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন, তাহলেও অভিভাবকরা কিন্ডারগার্টেনের দিকে ঝুঁকতেন না। বলা বাহুল্য, যেখানে শিক্ষার মান ভালো, সেখানেই অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের পড়াতে চাইবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গাইবান্ধার সরকারি স্কুলে শিশুদের দিতে অভিভাবকদের কেন অনীহা, তা তারা খুঁজে বের করুক এবং তা প্রতিকারের উপায় নির্দিষ্ট করুক। আসলে শিক্ষকের যে ত্যাগ ও শ্রম একটি শিশুকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে দেয়, তার অভাব আছে। আমরা চাই সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা তাদের মেধার পুরোটাই শিশুদের উজাড় করে দিন। সেই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও স্কুলগুলোর সংকটের প্রতি নজর দিক।